RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (General Elective) (CBCS) 2020
Semester - II , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya

B) Ten principles of Tala.

'প্রাণ' শব্দটি সংস্কৃত এবং তার অনেক অর্থ আছে। 'প্রাণ' শব্দের প্রধান অর্থ দুটি - একটি হচ্ছে বায়ু, এবং অপরটি হচ্ছে লক্ষণ। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই কারণে আমরা প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগের প্রাণ, নৃত্যের প্রাণ, প্রবন্ধের প্রাণ, তালের প্রাণ প্রভৃতি আলোচনা দেখি। সেগুলি অবশ্যই দেশী বা আঞ্চলিক তাল। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে তালের দশ-প্রাণের কথা বলা হয়েছে -

"কাল-মার্গ-ক্রিয়াঙ্গানি গ্রহ-জাতি-কলা-লয়াঃ ।
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশ স্মৃতাঃ ।।"

(সঙ্গীত-মকরন্দ)

- অর্থাৎ, তালের দশটি প্রাণ বা লক্ষণ আছে যথা - কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি এবং প্রস্তার।

১) **কাল** - কাল বলতে ব্যবহারিক সময় তথা লৌকিক কালকে বোঝায়। কালই তাল গঠনের প্রধান উপাদান। মাত্রা সংখ্যার সাহায্যে সময়কে নিবদ্ধ করে বহু বিচিত্র ছন্দে তালের আবর্তন রচিত হয়।
২) **মার্গ** - মার্গ দ্বারা তালের মাত্রা সংখ্যা, গতিপ্রকৃতি, তালি, খালি, বিভাগ

অর্থাৎ এক কথায় তালের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। শাস্ত্রে চার প্রকার মার্গের কথা বলা হয়েছে -

ক) ধ্রুবমার্গ - প্রতি মাত্রায় একটি সশব্দ ক্রিয়া দ্বারা এই মার্গ সূচিত হয়।(একমাত্রিক)

খ) চিত্রমার্গ - একটি সশব্দ ক্রিয়ার পর একটি নিঃশব্দ (পতিতা) ক্রিয়া দ্বারা এই মার্গ সূচিত হয়।(দ্বিমাত্রিক)

গ) বার্ত্তিক মার্গ - একটি সশব্দ ক্রিয়ার পর তিনটি নিঃশব্দ (পতিতা,পতাকা, বিসর্জিতা) ক্রিয়া দ্বারা এই মার্গ সূচিত হয়। (চতুর্মাত্রিক)

ঘ) দক্ষিণ মার্গ - একটি সশব্দ ক্রিয়ার পর সাতটি নিঃশব্দ ক্রিয়া দ্বারা এই মার্গ সূচিত হয়। (অষ্টমাত্রিক)

৩) ক্রিয়া - তালের রূপগত বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য তালের বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে হস্ত ও অঙ্গুলি সম্প্রসারণ ও কুঞ্চন ইত্যাদির মাধ্যমে দেখানো হয়। এই আঙ্গিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মাত্রা বৈশিষ্ট্য দেখাবার প্রাচীন রীতিকেই বলা হয় ক্রিয়া। ক্রিয়া দুই প্রকার -

ক) সশব্দ ক্রিয়া - যখন হস্ত ও অঙ্গুলির সাহায্যে শব্দ উৎপাদনের মাধ্যমে মাত্রা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয় তখন তাকে সশব্দ ক্রিয়া বলে।

খ) নিঃশব্দ ক্রিয়া - বায়ুতে হস্ত ও অঙ্গুলির সঞ্চালন দ্বারা শূন্যে যে ক্রিয়া প্রদর্শিত তাই নিঃশব্দ ক্রিয়া।

প্রাচীনকালে সঙ্গীতের দুটি ধারা ছিল মার্গ ও দেশী এবং এই দুটি ধারায় প্রযোজ্য ক্রিয়াগুলিও ছিল দুই প্রকার। শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেন এদের নাম ছিল মার্গক্রিয়া ও দেশীক্রিয়া। দুই ধারার ক্রিয়াই আটটি করে শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই শ্রেণীগুলির নাম ছিল মার্গক্রিয়াষ্টক ও দেশীক্রিয়াষ্টক। মার্গক্রিয়াষ্টকে সশব্দ ক্রিয়া চারটি - ধ্রুবা, তাল, সম্যা, সন্নিপাত; এবং নিঃশব্দ ক্রিয়া চারটি - আবাপ, নিস্কাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক। আবার

দেশীক্রিয়াষ্টকে সশব্দ ক্রিয়া একটি - ধ্রুবকা এবং নিঃশব্দ ক্রিয়া সাতটি - সর্পিনী, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, বিক্ষিপ্তা, বিসর্জিতা, পতাকা ও পতিতা।

৪) **অঙ্গ** - তালের একটি কাঠামোর মৌলিক অংশগুলির গঠনগত বৈশিষ্ট্য হল যে কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি প্রস্বন (ঝোঁক) যুক্ত মাত্রা, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটি প্রস্বন যুক্ত মাত্রার সঙ্গে কয়েকটি নিঃশব্দ মাত্রার সংযোজন থাকে। এই সংযোজিত প্রতিটি অংশকে অঙ্গ বলা হয়। অঙ্গ দুই প্রকার - লঘুঅঙ্গ ও গুরুঅঙ্গ। যখন অঙ্গটি একটি প্রস্বনযুক্ত অর্থাৎ এক মাত্রা যুক্ত তখন তা লঘুঅঙ্গ। যখন অঙ্গটি একটি প্রস্বনযুক্ত মাত্রার সাথে এক বা একাধিক নিঃশব্দ মাত্রা যুক্ত হয় তখন তা গুরুঅঙ্গ।

৫) **গ্রহ** - তাল শাস্ত্রে গ্রহ বিষয়টি একটি আপেক্ষিক তত্ত্ব। তালের আবর্তে নির্দিষ্ট পরিচয়ের স্থান হল সম্। তাল আবর্তে যে মাত্রাতে গীত ও বাদ্য শুরু হয় তার ভিত্তিতে গ্রহ নির্নীত হয়। সম্ বা প্রথম মাত্রায় বাদ্য বা গীত শুরু হলে সমগ্রহ আর অন্য মাত্রায় শুরু হলে বিষমগ্রহ বলা হয়। বিষমগ্রহ দুই প্রকার - অতীত এবং অনাগত।

৬) **জাতি** - তালের মাত্রা সংখ্যা অনুসারে এর জাতি নির্নীত হয়। অর্থাৎ জাতি বিন্যাসের মৌলিক উপাদান হল এর মাত্রা সংখ্যা সমষ্টি। জাতি পাঁচ প্রকার -

ক) তিস্র জাতি - মাত্রার সমষ্টি যদি তিন বা তিনের গুনিতক গাণিতিক প্রগতি সম্পন্ন হয় (৩,৬,১২,২৪ ইত্যাদি) তাহলে তাকে তিস্রজাতি বলে।

খ) চতুস্র জাতি - মাত্রার সমষ্টি যদি চার বা চারের গুনিতক গাণিতিক প্রগতি সম্পন্ন হয় (৪,৮,১৬,৩২ ইত্যাদি) তাহলে তাকে চতুস্রজাতি বলে।

গ) খন্ড জাতি - মাত্রার সমষ্টি যদি পাঁচ বা পাঁচের গুনিতক গাণিতিক প্রগতি সম্পন্ন হয় (৫,১০,২০,৪০ ইত্যাদি) তাহলে তাকে খন্ডজাতি বলে।

ঘ) মিশ্র জাতি - মাত্রার সমষ্টি যদি সাত বা সাতের গুনিতক গাণিতিক প্রগতি সম্পন্ন হয় (৭,১৪,২৮,৫৬

ইত্যাদি) তাহলে তাকে খন্ডজাতি বলে।

৬) সংকীর্ন জাতি - মাত্রার সমষ্টি যদি নয় বা নয়ের গুনিতক গাণিতিক প্রগতি সম্পন্ন হয় (৯,১৮,৩৬,৭২ ইত্যাদি) তাহলে তাকে খন্ডজাতি বলে।

৭) **কলা** - তালের নিঃশব্দ ক্রিয়াকেই বলা হয় কলা। আবার তালবাদ্য বাজাবার রীতিকেও বলা হয় কলা। প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে কলা চার প্রকার - ধ্রুবা, চিত্র, বার্তিক ও দক্ষিণ। তবে শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে সাত প্রকার কলার কথা বলেছেন - সর্পিনী, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, বিক্ষিপ্তা, বিসর্জিতা, পতাকা ও পতিতা।

৮) **লয়** - তাল, মাত্রা ও ছন্দকে সমভাবে সুনিবদ্ধ করার উপযুক্ত নির্দিষ্ট কালের অবিচ্ছেদ্য গতির সমতাকে লয় বলে। প্রধানত লয় তিন প্রকার - বিলম্বিত, মধ্য, ও দ্রুত লয়।

৯) **যতি** - যতি অর্থে বিরাম বা বিশ্রান্তি। যতি পাঁচ প্রকার - সমা, স্রোতবহা, মৃদঙ্গা, পিপীলিকা ও গোপুচ্ছা।

১০) **প্রস্তার** - প্রস্তার অর্থে বিস্তার। একে তালাঙ্গ দিয়ে প্রকাশ করা হতো।

বর্তমানে তাল প্রকরণে এই সব নামগুলির উল্লেখ না থাকলেও বিষয়গুলির ব্যবহার কিন্তু প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে থেকেই গেছে।

**To be continued in the next set.